~~আজকের কাগজ~~ ~~দৈনিক ইত্তেফাক~~

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

NOV. 01 2002

ভোরের কাগজ

ছাত্রদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিলকে ঘিরে চরম উত্তেজনা

হল কমিটিগুলো অবৈধ ঘোষণা করায় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি : ছাত্রদল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক আহ্বায়ক তাইফুল ইসলাম টিপুর নেতৃত্বে গঠিত ১৪টি হলের পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আহমেদ মুঈদ শিমুল অবৈধ ঘোষণা করায় হল কমিটির নেতৃবৃন্দ পাল্টা শিমুলকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। নেতাকর্মীরা পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বৈধ ছাত্রদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে। আগামী ৩ নভেম্বর এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে জামাত-শিবিরের অনুগামী বলে পরিচিত সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ককে ছাত্রদলের নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে মনোনীত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাত-শিবিরচক্র গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা অভিযোগ করে জানান, ছাত্রশিবির ক্যাডাররা শিমুলকে সভাপতি হিসেবে সমর্থন করার জন্য ছাত্রদল নেতাকর্মীদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং মানসিক নির্যাতন করছে। এই চক্রকে সহযোগিতা করছে শিমুল সমর্থক কতিপয় ছাত্রদল নেতা। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মৌলবাদী দু'টি জাতীয় এবং একটি স্থানীয় পত্রিকায় শিমুলের পক্ষে মিথ্যাচার করা হচ্ছে।

ছাত্রদলের হল কমিটির নেতাদের যৌথ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, গত মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় ১৩টি হল কমিটির নেতৃবৃন্দ এক জরুরি বৈঠক করে। মাদার বখশ হল কমিটির সভাপতি মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সিদ্ধান্তে বলা হয়, বর্তমান সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক আমমেদ। মুঈদ শিমুল এক হীন চক্রান্তের অংশ হিসেবে ১৪টি হলের কমিটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সভায় তারা শিমুলকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং আসন্ন সম্মেলন প্রস্তুতির কর্মকাণ্ডে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভার সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়, হল কমিটির নেতা ছাড়া সম্মেলন অনুষ্ঠানের যে কোনো চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা প্রতিহত করা হবে।

কাউন্সিলকে ঘিরে রাবি ছাত্রদল তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই তিনটি গ্রুপের নেতৃত্বে আছেন ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মূলস্রোত বলে পরিচিত সভাপতি প্রার্থী আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল, শিবিরের সহযোগী হিসেবে পরিচিত ও অছাত্র-ব্যবসায়ী আহমেদ মুঈদ শিমুল এবং ছাত্রদল নেতা নূরুজ্জামান লিখন। ১৪টি হল কমিটির মধ্যে ১২টি হল কমিটি ছাড়াও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় ছাত্রদল নেতা হিসাববিজ্ঞান বিভাগের এম কম শেষ বর্ষের ছাত্র আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বলের অবস্থান সুদৃঢ়। তবে লবিংয়ে এগিয়ে রয়েছেন আহমেদ মুঈদ শিমুল। তাকে সমর্থন দিচ্ছে শাহ মখদুম হল কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির কতিপয় সদস্য। তিনি রহস্যজনক কারণে রসায়ন বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় জেলখানার ভিতরে অংশ নিয়ে গত বছর ছাত্রত্ব শেষ করেন। আরেক গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পাবনা গ্রুপ বলে পরিচিত ছাত্রদল নেতা নূরুজ্জামান লিখন। তাকে সমর্থন করছে শহীদ হবিবুর রহমান হল কমিটির নেতৃবৃন্দ।

অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হতে লবিং করে যাচ্ছেন আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল সমর্থক মাদার বখশ হল শাখার সভাপতি মতিয়ার রহমান, বিগত সরকারবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বগুড়ার ছেলে মাদার বখশ হল সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আলম উজ্জ্বল ও শের-ই-বাংলা হল শাখার সভাপতি সম্প্রতি সেনা অভিযানে গ্রেপ্তারকৃত আমিনুর রশিদ জিন্নাহ, শিমুল গ্রুপের সমর্থক শাহ মখদুম হলের সভাপতি কাজিমউদ্দিন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ গ্রুপের নেতা বলে পরিচিত জহিরুল ইসলাম ফারুক। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে প্রায় ডজন খানেক নেতা লবিং করছেন। এর মধ্যে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য দেলোয়ার হোসেন ও নজরুল ইসলাম হিমু অনেকটা শক্ত অবস্থানে রয়েছেন।

ছাত্রদল নেতা ও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সিনিয়র সদস্য আনারুল ইসলাম ও সাজ্জাদ হোসেন তোতা সাংবাদিকদের জানান, আগামী ৩ নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় ছাত্রদলের কাউন্সিলে গঠিত কমিটির ওপরই নির্ভর করবে এই ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের অস্তিত্ব। এ জন্য 'তারেক রহমান মডেল'-এ পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কমিটি গঠন করা উচিত।

উল্লেখ্য, কাউন্সিলকে সফর করতে ঢাকা থেকে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান, নাজিমউদ্দিন আলম এমপি, ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন, রাকসুর সাবেক ভিপি রুহুল কবির রিজভী, কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা আজিজুল বারী হেলাল, ফরহাদ হোসেন আজাদ, আবদুল কাদের জুয়েল, তাইফুল ইসলাম টিপু প্রমুখ রাজশাহী আসছেন।